কোটচাঁদপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত

“আমরা কন্যাশিশু-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হবো, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বো” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ শিলা বেগমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম, পল্লী উন্নয়ন অফিসার সেলিম রেজা, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, সহকারি শিক্ষক বাবুল আক্তার, পৌর কিশোর কিশোরী ক্লাবের শিক্ষার্থী অহনা বিশ্বাস প্রমূখ। এসময় শিশু শিক্ষার্থী-অভিভাবক সহ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে কৃষিবনায়ন গবেষনা ভিত্তিক বশেমুরকৃবির মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কৃষকের মাঠে ফল বাগান-ভিত্তিক কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে বশেমুরকৃবি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন সবজি চাষের উপর গবেষণা বিষয়ক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলার বলুহর ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি) এর কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ বিভাগের বাস্তবায়নে ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।
বশেমুরকৃবি এর প্রধান গবেষক প্রফেসর ড. মোঃ আবিয়ার রহমানের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি) এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আজগর আলী।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মোঃ হুমায়ন কবিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি) এর কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ বিভাগের প্রফেসর ড. সত্যরঞ্জন সাহা, বশেমুরকৃবি এর জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগের প্রফেসর ড. নাসরিন আক্তার আইভি, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিধ মোঃ মহাসীন আলী, সুপ্রিম সীডের ডিএমডি মোঃ মাহতাব উদ্দিন প্রমূখ।

মেহেরপুরে ১ অক্টোবরের মধ্যে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আবেদন আহবান

আগামী ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রত্যাশীদের আবেদন আহবান করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক এ আহবান জানান। আগামি ১ অক্টোবর শুক্রবারের মধ্যে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আবেদন করার জন্য বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার বিকালে নির্বাচন কমিশন মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নসহ সারাদেশের ৮৪৮টি ইউনিয়নের নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা করেন। মেহেরপুরের ৯টি মধ্যে মুজিবগরের বাগোয়ান ইউয়িনে ইভিএম মেশিনে ভোট গ্রহণ করা হবে। বাকি ৮টিতে ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ করা হবে। বাকি ৮টি ইউনিয়ন হচ্ছে মুজিবগরের মোনাখালী, দারিয়াপুর, মহাজনপুর এবং গাংনীর কাথুলী, মটমুড়া, তেতুলবাড়ীয়া, বামুন্দী ও সাহারবাটি।

ফলোআপ:: গাংনীর সাহারবাটি ইউপির খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর তালিকা স্থগিত!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর তালিকা স্থগিত করেছে উপজেলা প্রশাসন। একই সঙ্গে সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন তালিকা করার জন্য চেয়ারম্যান গোলাম ফারুককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমি খানম জানান, বিভিন্ন ভাবে অভিযোগ পেয়ে সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যানকে তালিকা স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা) সাথে কথা বলেও জানতে পারি তালিকায় চেয়ারম্যান একা স্বাক্ষর করেছেন। যে কারণে সকল সদস্যর স্বাক্ষর নিয়ে নতুন তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ওই তালিকা স্থগিত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী তালিকার ৭৩ জনের মধ্যে চেয়ারম্যানের নিজ ওয়ার্ড থেকে তালিকাভুক্ত হয়েছে ২৮ জন। যারা চেয়ারম্যানের আত্মীয় বলে অভিযোগ করেছেন ইউপি সদস্যরা।
এ নিয়ে গত বুধবার মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “তালিকার ২৮ জনই চেয়ারম্যানের স্বজন” প্রধান শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয় । জেলা প্রশাসকের কাছে দেওয়া অভিযোগে বলা হয়েছে, সদস্যদের সাথে সমন্বয় না করে তালিকা প্রস্তুত করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন। ওই তালিকা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছেন ইউপি সদস্যরা। আবেদনের একটি অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছেও দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগে বলা হয়েছে, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সরকারি ভাবে খাদ্যবান্ধব কর্মসৃচিতে ৭৩জন সুবিধাভোগীর তালিকা তৈরি করেছে চেয়ারম্যান নিজে। যার ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ নম্বর থেকে ২ জন, ২ নম্বর থেকে ৪ জন, ৩ নম্বর থেকে ৪ জন, ৪ নম্বর থেকে ৩জন, ৫ নম্বর থেকে ৪ জন, ৬ নম্বর থেকে ৭ জন, ৭ নম্বর থেকে ১৪ জন, ৮ নম্বর থেকে

২৮ জন এবং ৯ নম্বর থেকে ৯ জন করে মোট ৭৩ জনের তালিকা করা হয়েছে। ওয়ার্ডে মাত্র ২৪ জন সুবিধাভোগীদের তালিকা করা হয়েছে। বাকিগুলো চেয়ারম্যান কারোর সাথে সমন্বয় না করে তাঁর নিজের ৮নং ওয়ার্ডে ২৮ জন, পাশের দুটি ওয়ার্ড থেকে ২১ জনের তালিকা করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় পালিত হলো জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়েছে। আমারা কন্যা শিশু, প্রযুক্তিতে হবো সমৃদ্ধ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বো’ প্রতিপাদ্যে সামনে রেখে কন্যা শিশু দিবস-২০২১ পালিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটার সময় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন বলেন, মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, পরিপুষ্টি, আইনি সহায়তা ও ন্যায় অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এ দিবসের সূচনা করা হয়। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এ বিপুলসংখ্যক কন্যা শিশুর নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। কিশোরী ও নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আজ আমাদের নারীসমাজ জাতীয় অগ্রযাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি কন্যা শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি আরো বলেন, শিশুবিবাহ বন্ধ করে কন্যাশিশুদের মানসম্মত শিক্ষা ও পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার কন্যা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসহ পরিপূর্ণ বিকাশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাজিয়া আফরিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত রহমান, সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান নাবিলা রুকসানা ছন্দা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মাকসুরা জান্নাত।

হরিণাকুণ্ডুতে মৎস্য চাষ উন্নয়নে জলাশয় পুনঃখনন

সরকারের অর্থনীতির চাঁকা সচল রাখতে মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় মৎস্য অধিদপ্তরের অধিনে জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঝিনাইদহ জেলায় হরিণাকুন্ডু উপজেলায় পলি পড়ে ভরাট হওয়া সোনাতনপুর বাওড়ে ৩১ লাখ, কাপাশহাটিয়া বাওড়ে ৭৫লাখ, নারায়নকান্দি বাওড় ও পুকুরে ৬লাখ ২০হাজার এবং গাড়াবাড়িয়া সরকারী পুকুর খননে ৪লাখ ৮৬ হাজার টাকা অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী পুনঃখনন এর মাধ্যমে মৎস্য চাষের উপযোগি করে তোলা হয়েছে।
এসব জলাশয় গুলি খননের পূর্বে বছরে ৩-৪ মাস পানি ধরে রাখতে পারতো। এখন পুনঃখননের ফলে ১২ মাসই মাছ চাষ করা যাবে। ফলে মাছের উৎপাদন আগের চেয়ে দ্বিগুন বৃদ্ধি পাবে এবং প্রায় ৫হাজার মৎস্যজীবি ও প্রান্তিক মৎস্য চাষীদের কর্মসংস্থানসহ দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কাপাশহাটিয়া বাওড়ের পার্শ্ববর্তী জমিগুলি আর এস রের্কড এর মাধ্যমে মালিকানায় চলে গেছে। বর্ষাকালে প্লাবিত হলে বাওড়ের মাছ পার্শ্ববর্তী জমির মালিকগণ জাল, বর্ষিরছিপ দিয়ে ধরে নিত যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ সৃষ্টি হতো। পুনঃখননের কাজ শুরু করার পূর্বে হরিণাকুন্ডু উপজেলা ভূমি অফিসের মাধমে নিষ্কন্ঠক জমির সীমানা নির্ধারন করে নেওয়া হয়। বাওড়ের পার্শ্ববর্তী জমির রেকর্ডীয় সূত্রে মালিকদের হস্থক্ষেপ না থাকায় সুষ্টু ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ হচ্ছে। সোনাতনপুর বাওড় পুনঃখননের ফলে বাওড়টি দুই পাড় দৃষ্টি

নন্দন হয়েছে। বাওড়ের সুফলভোগী মৎস্যজীবিদের সাথে আলাপ করে জানা যায় বাওড়ের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। বাওড়ের দুই পাশের বাঁধ যেভাবে তৈরি করা হয়েছে তাতে ৩০ বছরেও নষ্ট হবেনা বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাঁধের উপর দিয়ে লোকজন চলাচল করে। বাঁধের উপর মাটি দেওয়ায় বাঁধটি মজবুত হয়েছে। বাওড়ের দুই পাশে গ্রামের লোকজনের চলাচলের রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সোনাতনপুর বাওড়ের পাশেই হাই স্কুল অবস্থিত। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকসহ গ্রামবাসি বাঁধ এর উপর দিয়ে যাতায়াত করে।
গত ২৭ সেপ্টেম্বর মৎস্য বিভাগের প্রকল্প পরিচালক ড. আলীমুজ্জামান হরিণাকুণ্ডু উপজেলার এসব প্রকল্প ঘুরে দেখেন এবং খননকৃত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, ফলজ বৃক্ষরোপন, ও উন্নয়নকুত জলাশয়গুলোর সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি বলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর পুন: খননেন ফলে ভরাট হওয়া বাউড় গুলো আবার তার নাব্যতা ফিরে পেলো এত মাছের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধিপাবে তেমনি এলাকাবাসীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আলফাজ উদ্দীন শেখ, ৫নং কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের পরিষদের চেয়ারম্যান সরাফদৌলা ঝন্টু, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ শরিফুল ইসলাম, বিভাগীয় মৎস্য প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান, উপসহকারী প্রকৌশলী সোহেল আহাম্মেদসহ মৎস্যজীবি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। হরিণাকুন্ডু উপজেলায় মৎস্য চাষের উপযোগী অনেকগুলি বাওড়, খাল, পুকুর রয়েছে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর যদি ভরাট হওয়া মৎস্য চাষের অনুপযোগী জলাশয় গুলি পুনঃখনন এর ব্যবস্থা করে তাহলে অত্র এলাকাসহ দেশের মৎস্য উৎপাদনে দারিদ্র বিমোচনসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে এলাকার সচেতন মহল আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

মেহেরপুর পৌরসভা: ওয়ার্ড পরিক্রমা (ভিডিও সহ)

কেমন আছেন পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পৌরসভা থেকে যে সকল সেবা পাওয়ার কথা সে সকল সেবা ঠিকমত পাচ্ছেন কি না, ওয়ার্ড

মাছির উপদ্রপতো আছেই। তবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মোটামুটি ভালো।

ঘোষপাড়ার বাসিন্দা মোঃ সোহেল, মফিজুল ইসলাম, ইউনুনচ আলী জানান, এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব রয়েছে। অধিকাংশ বাড়িতে টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকযুক্ত। এলাকার একাংশে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো হলেও আরেক অংশে রয়েছে পানি নিষ্কাশনের সমস্যা। দৈনন্দিন ব্যবহৃত ও সামান্য বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পাড়ায় কোনো ডাষ্টবিন নির্মাণ না করায় স্থানীয়রা যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনায় ফেলে। ফলে মশা-মাছির উপদ্রপ বাড়ছে। খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেলার কারণে দূর্গন্ধময় পরিবেশে কষ্ট করেই বসবাস করতে হচ্ছে। তবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ভালো।

মেহেরপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় নানান সমস্যা রয়েছে। জনগণের স্বার্থে ও ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য যেসব কাজ করার কথা ছিল বা ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম তা আমি সম্পূর্ণ করতে পারিনি পৌরসভার আর্থিক সংকট এবং ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য চাহিদামত বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে। এছাড়াও আছে করোনা মহামারীর কারণে জনসেবা ও ওয়ার্ড উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ওয়ার্ডবাসী। এরপর স্বল্প আয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের যতটুকু সেবা দেয়া সম্ভব হয়েছে তা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুরের ৯টিসহ ৮৪৮টি ইউনিয়নে নির্বাচন ১১ নভেম্বর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার চারটি ও গাংনী উপজেলার ৫টি ইউনিয়নসহ ৮৪৮টি ইউনিয়নে আগামী ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে বাগোয়ান ইউনিয়নে ইভিএম ভোটগ্রহণ করা হবে। বাকি ৮টি ইউনিয়নে হবে ব্যালট পেপারে।

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার নির্বাচন ভবনে গতকাল বুধবার (২৯ সেপ্টেম্বর) নির্বাচনের এ তফসিল ঘোষণা করেন। এর আগে ৮৬তম কমিশন বৈঠকে ভোটের এ সিদ্ধান্ত নেয় ইসি। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান, মহাজনপুর, দারিয়াপুর, মোনাখালী। গাংনী উপজেলার কাথুলী, সাহারবাটি, মটমুড়া, তেতুলবাড়ীয়া ও বামুন্দী ইউনিয়ন রয়েছে ২য় ধাপের নির্বাচনের তালিকায়।
তফসিল অনুযায়ী, দ্বিতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর, মনোনয়নপত্র বাছাই ২০ অক্টোবর, বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর, আপিল নিষ্পত্তি ২৪ ও ২৫ অক্টোবর। প্রার্থিতা প্রত্যাহার ২৬ অক্টোবর, প্রতীক বরাদ্দ ২৭ অক্টোবর এবং ভোটগ্রহণ ১১ নভেম্বর।
তৃতীয় ধাপের ৮৪৮টি ইউপির মধ্যে ২০টি ইউপিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ভোটগ্রহণ হবে।
ইসিসচিব বলেন, তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে আমরা কাজ করছি। আগামী সপ্তাহে কমিশনের পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় তৃতীয় ধাপের ইউপি নির্বাচনের তফসিলের সিদ্ধান্ত আসতে পারে। ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সব ইউনিয়ন পরিষদের ভোট অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, তফসিল ঘোষনার পর থেকে মেহেরপুরের ইউনিয়নগুলোতে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান ও মেম্বর প্রার্থীরা গণসংযোগসহ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। ভোটারদের মুখে মুখে নির্বাচনী আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে।

জীবননগরে মুর্তিসহ দুই প্রতারক আটক

জীবননগর থানা পুলিশের ক্রেতা সেজে অভিনব কায়দায় অভিযান চালিয়ে নকল সোনার মুর্তিসহ দুই প্রতারক মুর্তি ব্যবসায়ী আটক করেছে । গত মঙ্গলবার বিকালে জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) আঃ খালেকের নির্দেশে এসআই ওসমান গনি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের বেনিপুর গ্রামের

বটতলা নামক এলাকার মাঠে অভিযান চালিয়ে নকল স্বর্ণের মুর্তিসহ দুই প্রতারক মুর্তি ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন।

নকল স্বর্ণের মুর্তিসহ মুর্তি ব্যবসার সাথে জড়িত দুই প্রতারক বেনিপুর গ্রামের মজনু হকের ছেলে রুবেল হক (৩০) ও একই গ্রামের আবু সিদ্দিকের ছেলে ওয়াসিম আকরাম (২২)কে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন।

আটককৃত প্রতারকদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে জীবননগর থানায় প্রতারণার মামলা করেছে।

মেহেরপুরে ৫ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২ জন, গাংনী ১ জন, মুজিবনগর ২ জন।

বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৫৮ টি। তারমধ্যে ৫ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ২৯ জন।

তার মধ্যে সদরে ৮ জন, গাংনীতে ৫ জন এবং মুজিবনগরে ১৬ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৮০ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৮ জন ও মুজিবনগরে ৪০ জন।